প্রথম দার্‌স

الدرس الأول

রোযার বিধান

حكم الصيام

রমযানের রোযা ইসলামের পাঁচটি মূল ভিত্তিসমূহের অন্যতম ভিত্তি। যার প্রমাণ নবী করীম-ﷺ-এর বাণী, তিনি বলেছেন,

((بُنِيَ الإِسلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ، وإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، صَوْمِ رَمَضَانَ)) [متفق عليه ٨-١٦]

"ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর রাখা হয়েছে। আর তা হলো, এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর প্রেরিত রাসূল। নামায আদায়করা, যাকাত প্রদান করা, বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ আদায় করা এবং রমযান মাসের রোযা রাখা।" (বুখারী ৮-মুসলিম ১৬) মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ফজর থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, যৌনক্ষুধা পূরণ ও অন্যান্য সমূহ পানাহার থেকে বিরত থাকার নামই হলো রোযা। রমযানের রোযা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সকলে এক মত। আর রমযানের রোযা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ হলো, আল্লাহর এই বাণী,

﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة:١٨٥]

"কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোকই এই মাসটি পায়, সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে।" (বাকারাহ ১৮৫) জ্ঞানসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক সকল মুসলিমের উপর রোযা ওয়াজিব। ১৫ বছর বয়স সম্পূর্ণ হলে অথবা নাভির নিচের লোম উদগত হলে কিংবা স্বপ্নদোষ ইত্যাদির কারণে বীর্যস্খলন ঘটলে, বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) বলে গণ্য হবে। মহিলাদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ; তবে তাদের ক্ষেত্রে একটি জিনিস বৃদ্ধি হবে আর তা হলো, হায়েজ (মাসিক বা ঋতুস্রাব) আরম্ভ হওয়া। উপরোক্ত জিনিসের কোন একটি কারো মধ্যে প্রকাশ পেলে, সে বালেগ বলে গণ্য হবে।

রোযার ফযীলত

মহান আল্লাহ পবিত্র রমযান মাসকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্যে ও গুণে বিশেষিত করেছেন যা অন্য মাসে পাওয়া যায় না। আর এই মাসের গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলো হলো, (১) ফেরেশতারা রোযাদারের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন যতক্ষণ না সে ইফতারী করে। (২) বিতাড়িত শয়তানকে এ মাসে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। (৩) এমাসে রয়েছেএকটি ক্বদরের (সম্মানের) রাত যা এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। (৪) রমযান মাসের শেষ রাত্রিতে সকল রোযাদারকে ক্ষমা করা হয়। (৫) এই মাসের প্রত্যেক রাতে আল্লাহ তায়া'লা অনেক মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন। (৬) এই মাসের একটি উমরার সাওয়াব একটি হজ্জের সমান। মহান এই মাসের ফযীলতে আরো কিছু কথা আবূ হুরাইরা-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) [متفق عليه ٣٨-٧٦٠]

"যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস ও নেকীর আশায় রমযান মাসের রোযা রাখবে, তার বিগত গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" (বুখারী৩৮-মুসলিম ৭৬০) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আরো বলেছেন, "আদম সন্তানের প্রত্যেক সৎ কাজের বিনিময় দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। মহান আল্লাহ বলেন, কিন্তু রোযা আমারই। (আমার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেই রেখেছে) তার প্রতিদান আমি নিজেই দিবো।" (বুখারী মুসলিম)